2-3-45

কালী ফিল্মসের
নিবেদন

অভিযাত্রী

কাহিনী ও পরিচালনা:
শৈলজানন্দ

U.A.S.

পরিবেষক • ইষ্টার্ণ টকীজ লিঃ

কালী ফিল্মস্ লিমিটেডের নিবেদন

অভিনয় নয়

রচনা ও পরিচালনা

শৈলজানন্দ

পুরুষ-চরিত্রে রূপ দিয়েছেন

অহীন্দ্র চৌধুরী,

ইন্দু মুখোপাধ্যায়, মাষ্টার শম্ভু, দেবী মুখোপাধ্যায়, (এন-টি) শৈলেন চৌধুরী, অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, পশুপতি কুণ্ডু, কানু বন্দ্যোপাধ্যায় (এঃ), সন্তোষ সিংহ, তুলসী চক্রবর্ত্তী, বটু গাঙ্গুলী, নবদ্বীপ হালদার, সন্তোষ দাস, আশু বোস, বাণীবাবু, দীপ্তেন্দু, কানু মুখোপাধ্যায়, পাঁচু বাবু, অমূল্য হালদার, কমল চট্টোপাধ্যায়, ন্যাংটেশ্বর মুখোপাধ্যায়, তারক, তারু, আদিত্য, ভুলোবাবু, কালু দোবে, এবং

আরো অনেকে

নারী-চরিত্রে রূপ দিয়েছেন

মলিনা, রেণুকা, পূর্ণিমা, কুমারী শেফালী, সুপ্রভা মুখার্জ্জী, রাজলক্ষ্মী, বিজলী, গায়ত্রী, দীপিকা, উষা, রাধারাণী, কমলা, বাণী, মায়া, সুলেখা

—একমাত্র পরিবেশক—

ইষ্টার্ণ টকিজ লিমিটেড্

৩১এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট : : কলিকাতা

অভিনয় নয়

কাহিনী

বিনোদের ভারি দুঃখ—সে নাকি থিয়েটারের নাটক লিখতে পারে না! অথচ যাত্রার দলে তার-লেখা নাটক কত চলেছে! দেবতাদের জীবন নিয়ে 'গীতাভিনয়' রচনা—তার আর ভাল লাগে না। তাই এবার সে উঠে-পড়ে লেগেছে—মানুষের জীবনের সত্য ঘটনাকে অবলম্বন করে' থিয়েটারের নাটক একখানা লিখবেই।

থাকে সে কলকাতা শহরের একটেরে ছোট্ট একখানি ঘর ভাড়া করে। সংসারে তার থাকবার মধ্যে আছে শুধু একটি দশ-এগারো বছরের ছেলে, আর একটি ছ' সাত বছরের মেয়ে। মেয়েটির নাম টুনটুনি, আর ছেলেটির নাম ব্যাং!

বিনোদের এক বন্ধু ছিল—নাম কেশব। এই বন্ধুটি তাকে একটি নেশা ধরিয়েছে—রেস্-খেলার নেশা।

দুই বন্ধুতে একদিন গেল 'রেসে'র মাঠে। বিনোদ সেখানে অনেকগুলো টাকা পেলে। সেই টাকা নিয়ে আনন্দ করতে গিয়ে বিনোদ সেদিন রাত্রে আর বাড়ী ফিরতে পারলে না।

পরের দিন সকালে বিনোদ তাড়াতাড়ি একরকম ছুটতে ছুটতে বাড়ী ফিরছে, এমন সময় পথের মাঝে ঘটলো এক নিদারুণ দুর্ঘটনা। মস্ত এক বড়লোকের দ্বিতীয় পক্ষের গৃহিনী মোটর চালানো শিখছিলেন। বেচারা বিনোদকে চাপা দিয়ে তিনি হলেন উধাও! দেখতে দেখতে লোক জড়ো হলো। এ্যাম্বুলেন্স এলো। সংজ্ঞাহীন মরণাপন্ন বিনোদ গেল হাসপাতালে।

* * *

এদিকে বাবা বাড়ী ফেরেনি সারারাত! সাত বছরের মেয়ে টুনটুনি, বাবার ভাতের থালা আগ্‌লে খানিক্ ঘুমিয়ে খানিক জেগে —রাত দিলে কাটিয়ে।

পরের দিন সকাল থেকে উদগ্রীব উৎকণ্ঠায় ছোট্ট দুটি ভাই-বোন ক্রমাগত ঘর-বার করতে লাগলো, কিন্তু বাবা আর ফিরলো না।

টুনটুনি জিজ্ঞাসা করলে, কি হবে দাদা?

ব্যাংএর দুটি অসহায় চোখ দিয়ে দর্ দর্ করে' জল গড়িয়ে এলো। কথার জবাব দিতে পারলে না।

* * *

কলিকাতা মহানগরীর জনাকীর্ণ রাজপথ। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর দুটি পিতৃহারা বালক-বালিকা খুঁজে বেড়াচ্ছে তাদের বাবাকে। কিন্তু কোথায় তাদের বাবা? কোনও সন্ধানই কেউ দিতে পারলে না। নিরাশ্রয় দুটি ভাই বোন্ একটু-খানি আশ্রয়ের জন্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলো পথে-পথে। কিন্তু এমনি অদৃষ্ট, পথ চলতে চলতে টুনটুনির এলো জ্বর।

ব্যাং তাকে অতিকষ্টে নিয়ে গেল এক হাসপাতালে। টুনটুনি না-হয় থাকবার একটুখানি জায়গা পেলে, কিন্তু ব্যাং? ভাগ্য-দেবতা যেন

এতেও খুশী হলেন না। চরম নিষ্ঠুরতার খেলা খেললেন এদের দুটি জীবন নিয়ে। ঘটনাচক্রে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এইখান থেকে।

হাসপাতালে ব্যাং তার বোনের খোঁজ করতে এসে দেখলে—বোন নেই! মরেনি, বেঁচে আছে, ভাল আছে, কিন্তু গেল কোথায়?

এদের জীবন নিয়ে এমন নিষ্ঠুর খেলা খেললে কে? মানুষের জীবন-দেবতা কি এতই অকরুণ?

ছবিখানি দেখতে দেখতে সকলের মনেই জাগবে ওই একই প্রশ্ন।

জীবন-নদীর স্রোতে ভাসতে ভাসতে কোথাও কোনও ঘাটের কিনারে এরা লাগলো, না অতলতলে তলিয়ে গেল, এ যেন তারই অশ্রুকরুণ ইতিহাস!

আমাদের গল্পের নায়ক বিনোদের মনে ক্ষোভ ছিল—জীবনের সত্য ঘটনাকে অবলম্বন করে' থিয়েটারের নাটক একখানি লিখবেই। তাই বোধকরি জীবনের বিধাতা তার সে ক্ষোভ মিটিয়ে দিলেন। তারই জীবনের ঘটনা দিয়ে অদৃশ্য হস্তে তারই জীবনে যে-নাটক তিনি লিখে দিলেন, দেখলে মনে হবে—এ কখনও

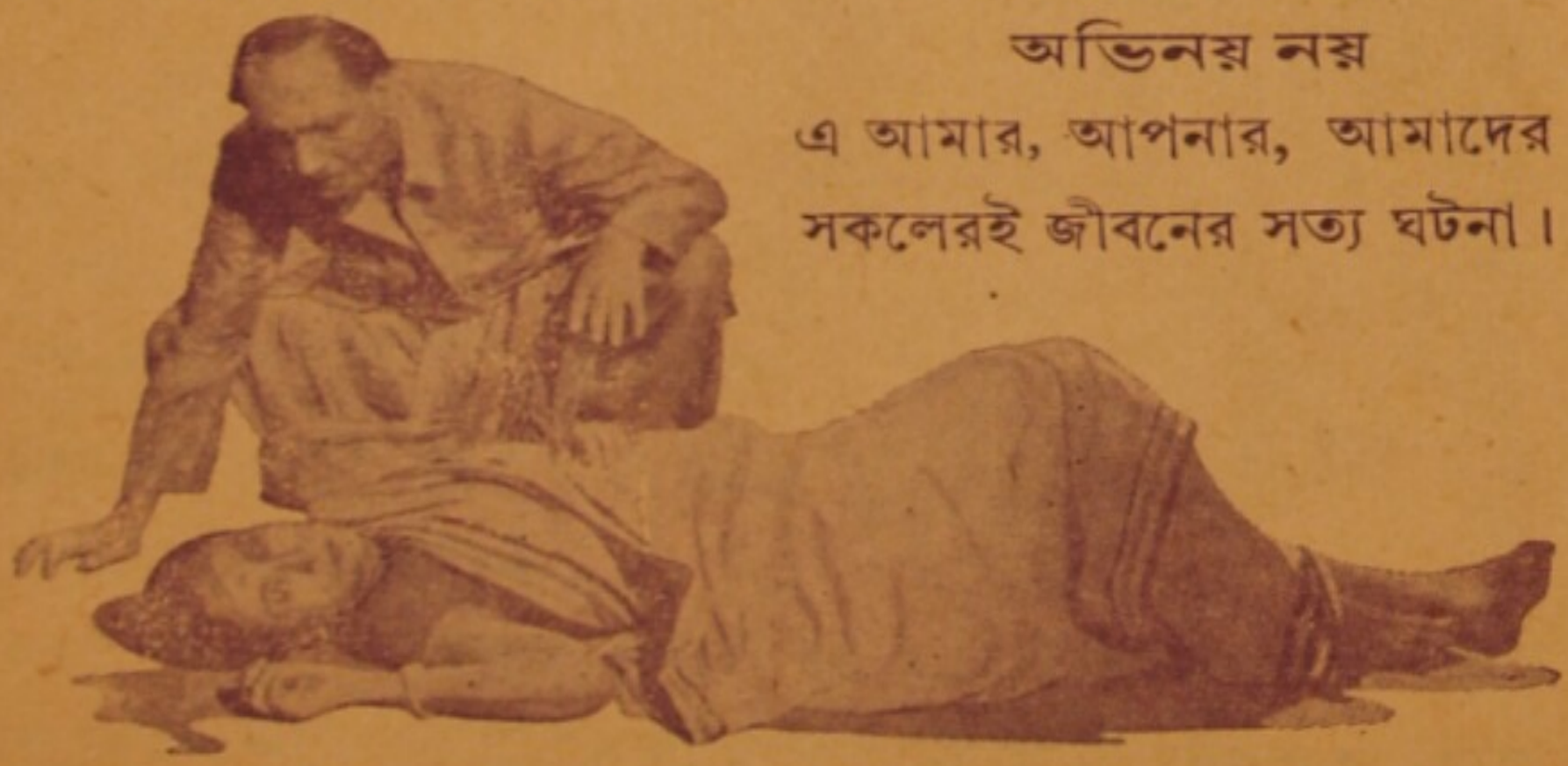

অভিনয় নয়

এ আমার, আপনার, আমাদের সকলেরই জীবনের সত্য ঘটনা।

গান

—এক—

দিন দুনিয়ার মালিক, তোমার দীনকে দয়া হয় না
এ দীনকে দয়া হয় না।
কাঁটার জ্বালা দাও তারে যার ফুলের আঘাত সয় না॥
এই খেলাঘর ভাঙ্গবে যদি কেনই-বা ঘর বাঁধলে
সব-হারাকে কাঁদাও যত নিজেও তত কাঁদলে।
(তাই) সব দিয়ে যার সব কেড়ে নাও
সেও তো কথা কয় না॥
সব কথা যার ব্যথায় ভরা
কোন্ কথা সে বলবে?
সব পথই যার কাঁটায় ঘেরা
কোন্ পথে সে চলবে?
(তার) মনের বনে লাগে আগুন,
ফাগুন হাওয়া বয় না॥

—মোহিনী চৌধুরী

—দুই—

এসো এসো, এসো এসো—
রাতের অতিথি এসো আমারই দ্বারে।
জানি জানি, আমি জানি
তোমার ও আঁখিতারা চায় কাহারে॥
তোমার হারাণো মণি আমার কাছে
আমার বুকের মাঝে লুকানো আছে—
তোমার সে মণিহার
আমার হৃদয় আর বইতে নারে॥

সেই মণির মালিক জেনে
মন-চোরে আনি টেনে,
শেষে নিশি না হ'তে ভোর
পালায় সে মন-চোর—
তারই তরে
মোর আঁখি ঝুরে
আমি কাঁদি বিহানে।
আমি তারই তরে দীপ জ্বালি ঘরে
মনের আগুন জ্বালিয়ে রাখি
বুকের মণি-হারে॥

—শৈলজানন্দ

—তিন—

অভিনয় নয় গো—
অভিনয় নয়।
এই হাসি এই গান, এই যে প্রণয়
অভিনয় নয় গো অভিনয় নয়॥
ভুল বোঝো ক্ষতি নেই
ভুল ভাঙ্গে দু' দিনেই
ক্ষণিকের ভাল লাগা মনে জেগে রয়॥
নিতি মোর অভিসার নিতি ফুল সজ্জা
তাই বলে' হে অতিথি মিছে কেন লজ্জা
বুকভরা মধু মোর
নিয়ে যাও হে ভ্রমর
জেনে যাও অজানার কিছু পরিচয়॥

—মোহিনী চৌধুরী

—চার—

ভোলো ভোলো ব্যথা ভোলো।
তব বেদনা আঁধারে ঢাকা ছিল যে নভ
রঙে রঙে রঙে রঙে রাঙ্গা হ'লো॥
জাগে আলো জাগে আশা
প্রাণে জাগে ভালো বাসা
রজনী ভোরে ভাঙ্গা বাঁশরী খানি
সুরে সুরে সুরে সুরে ভরে' তোলো॥
দুঃখের স্বপনে বল কে রাখে মনে,
সুখের দিনে সে কি স্মরণে থাকে,
তবু হারাণো দিনের স্মৃতি ভুলি কেমনে
সে যে বারে বারে পিছু ডাকে।
আঁখি কোণে যদি কোনো
ব্যথা জাগে শোনো শোনো
প্রাণের প্রণতি গানে মিনতি করে
ভোলো ব্যথা, ব্যথা ভোলো
কথা বলো॥

—মোহিনী চৌধুরী

—পাঁচ—

রবি : খাঁচার পাখী !
খাঁচার পাখী, কবে মেলবে আঁখি—
কবে মেলবে ডানা ?

ছবি : হায়, এ কি বাধা, পায়ে শিকল বাঁধা
পথে চলতে মানা, কথা বলতে মানা ॥

রবি : এমন নিঠুর মানা মন কি মানে।
পাহাড় ভাঙ্গে নদী কাহার টানে
হায় রে কিসের টানে,
শুধু সাগর জানে।
না রইলে ছায়া এই আলোর মায়া
ভাল যায় না জানা ॥

ছবি : ও বনের পাখী—
কেন ডাকাডাকি ?
আমি খাঁচায় থাকি মোর সেই তো ভালো।

রবি : ভালোবাসি ওই মুখের হাসি
আমি ভালোবাসি ওই আঁখির আলো

ছবি : তুমি অনেক কাছে তবু অনেক দূরে

রবি : তুমি অনেক দূরে তবু হৃদয় জুড়ে।
আছ জীবন জুড়ে।
এসো পাখীর মত মোরা যাই না উড়ে—
মেলে রঙিন ডানা যেথা নেই সীমানা।

ছবি : না না না—পথে চলতে মানা ॥

—মোহিনী চৌধুরী

—ছয়—

রবি : চোখে চোখে রাখি হায় রে—
তবু তারে ধরা যায় না।
ছবি : নয়ন মেলে কেন স্বপন দেখো
মন যারে চায় তারে পায় না।
রবি : আমি চাই না—
আমি চাই না ওই আকাশের চাঁদকে।
ছবি : জানি। আঁখির পাতায় পাতে ফাঁদ কে ?
রবি : চকোর চেয়ে থাকে চাঁদের পানে
ফাঁদ পাতে কি না তা কেই-বা জানে !
ছবি : ফাঁদ-পাতা সে চাঁদের চকোর
চোখের মাথা কেন খায় না ॥
রবি : ঐ এলো রে এলো রে এলো রে
আবার বাবা বুঝি এলো রে !

ছবি : প্রাণের পাখী মোর খাঁচা ছাড়া
সে কি মায়ের পায়ের সাড়া পেলো রে !
রবি : ভালবেসে এ কি দায় রে।
নয়ন হতে যারে দিলাম বিদায়
হৃদয় যে ভোলে না তায় রে !
ছবি : চোখের বালি হয়ে ছিলাম যদি
তবে নীরবে নিলাম বিদায় রে ॥
রবি : আঁখির আলো তুমি লুকাও কোথায়,
গানের পাখী যদি গান ভুলে যায়,
ছবি : তবে উপায় কি গো ?
রবি : কেন, চিঠি লিখো।
ছবি : সোনার আলোয় যার স্বপন আঁকা
কালির আখর সে কি চায় রে ॥

—মোহিনী চৌধুরী

—সাত—

মেয়ে : ও শাপ্‌লা ফুল নেবো না বাব্‌লা ফুল এনে দে
নইলে দেবো না বাঁশী ফিরিয়ে।
ছেলে : খুলে বেণীর বিনুনী খোঁপার চিরুনী
হাতে দে, যাব খানিক্ জিরিয়ে ॥
মেয়ে : বন-পায়রার পালক দে কুড়িয়ে—
ছেলে : তোর চোখের চাওয়া পায়রা দিল উড়িয়ে।
মেয়ে : মোদের ঝগড়া দেখে হাল্‌কা হাওয়া বহে ঝিরঝিরিয়ে ॥
ছেলে : তোর জোড়া ভুরু ধনুক মোর নাসিকা বাঁশী,
চাঁদের চেয়ে ভাল লাগে তোর কালো চোখের হাসি
মেয়ে : তুই যাদু করে' মন দিলি দুলিয়ে
দু'জনে : মোদের কথা শুনে শিরিশ পাতা ওঠে শিরশিরিয়ে ॥

—নজরুল ইসলাম

পর্দ্দার অন্তরালে

সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন	:	গিরীন চক্রবর্ত্তী
গীত রচনা করেছেন	:	নজরুল ইসলাম মোহিনী চৌধুরী
চিত্র গ্রহণ করেছেন	:	বিভূতি লাহা
শব্দ গ্রহণ করেছেন	:	পরিতোষ বসু
লেবরেটরীর কাজ করেছেন	:	শৈলেন ঘোষাল
সম্পাদনা করেছেন	:	বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
বাড়ী ঘর তৈরী করেছেন ও সাজিয়েছেন	:	গোপী সেন
স্থির চিত্র নিয়েছেন	:	নিধু দাসগুপ্ত
সব কিছু দেখা-শোনা করেছেন	:	লাল মোহন রায়
নাচ শিখিয়েছেন	:	ব্রজ পাল

সাহায্য করেছেন

পরিচালনায়	:	ন্যাংটেশ্বর মুখোপাধ্যায় কমল চট্টোপাধ্যায় খগেন রায় ফণী পাল, অমিয় ঘোষ সুরেন্দ্ররঞ্জন সরকার
চিত্র গ্রহণে	:	শ্যাম মুখোপাধ্যায় সত্যেন্দ্র চন্দ
শব্দ গ্রহণে	:	সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় তরণী রায়
সম্পাদনায়	:	অজিত দাস
লেবরেটরীতে	:	শৈলেন চট্টোপাধ্যায় ভোলা মুখোপাধ্যায় জীবন বন্দ্যোপাধ্যায় নিরঞ্জন সাহা
অভিনেতা অভিনেত্রীদের সাজিয়েছেন	:	অভয় দে
আলোক নিয়ন্ত্রণ করেছেন	:	হেমন্ত বসু, সুধাংশু প্রভাস, নারায়ণ
তদ্বির-তদারক করেছেন	:	তারক পাল

অভূতপূর্ব্ব শিল্পী সমাবেশে

মতিমহলের নিবেদন

শ্রীদুর্গা

পরিচালক ঃ শৈলজানন্দ

●

বিভিন্ন চরিত্ররূপায়নে

ছবি, অহীন্দ্র, নির্ম্মলেন্দু, ধীরাজ, অমল,
রতীন, মিহির, পশুপতি, ছায়া,
সরযূ, রেণুকা প্রভৃতি

●

চিরাচরিত পৌরাণিক চিত্র হইতে

সম্পূর্ণ বিভিন্ন

●

রূপবাণীতে আসিতেছে

৪, বাবু রাম ঘোষ রোড, কালী ফিল্মস্ লিঃএর পক্ষ হইতে শ্রীখগেন্দ্রনাথ রায় দ্বারা সম্পাদিত ও প্রকাশিত। প্রসন্ন প্রিন্টিং প্রেস—২৬, বোস পাড়া লেন, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

মূল্য দুই আনা